কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৭তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভা গত ৪/৭/২০০০খ্রি. (২০/৩/১৪ বাং) তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে শুরু হয়। এর পর বিশেষ প্রয়োজনে সভাপতি মহোদয় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগের জৈষ্ঠ্যতম অধ্যাপক ডঃ লুৎফুর রহমান সাহেবকে সভাপতিত্ব করার জন্য দায়িত্ব দিয়ে যান এবং উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য এবং কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্যসূচি অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য সচিব, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনাব মনির উদ্দিন খানকে অনুরোধ করেন।

আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো ঃ

আলোচ্য বিষয় ১ঃ ২৪/০১/২০০০খ্রি. (১১/১০/১৪০৬ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জনাব মনির উদ্দিন খান, বিগত ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে জানান যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বিগত ০৩/০২/২০০০ইং তারিখে ১৪১ (১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটির সদস্যদের নিকট বিতরণ করা হয়েছিল। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়া অদ্যকার সভায়ও কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ঃ

২ (ক) ধানের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটি অনুমোদন করা হয়।

২ (খ) ধান, পাট ও গমের পুনঃনির্ধারিত সংশোধিত বীজ মান ও মাঠ মান কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় তা অনুমোদিত হয়।

২ (গ) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধিত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভায় তা অনুমোদিত হয়।

উক্ত ৪৩তম সভায় হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণের উদ্দেশ্যে প্রতি জাত প্রতি স্থানে ট্রায়ালের জন্য ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার স্থলে ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা নির্ধারণ করা হয় এবং উক্ত টাকা খরচের ব্যাপারে আর্থিক বিধি সংশোধনের জন্য এসসিএ কর্তৃক কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২ (ঘ) কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে বোরো ধানের মূল্যায়নকৃত প্রস্তাবিত ৬টি ধানের হাইব্রিড জাতের পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় পেশ করা হয়। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় ৫টি হাইব্রিড জাত যথা ঃ আলোক- ৬১১১, আলোক- ৬২০৭, লোকনাথ- ৫০৫, এফ, এল, এম-২ ও এইচ আই এস এস সি-৫ সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় আরো এক মৌসুম ট্রায়াল করে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট জিবি-৪ হাইব্রিড জাতটি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এক বৎসরের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

১) জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি ব্র্যাক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানী করতে পারবে না।

২) আগামী বোরো মৌসুমে (২০০০-২০০১ সালের) ব্র্যাক জিবি-৪ হাইব্রিড ধানের জাতটি স্থানীয়ভাবে ৩০টন বীজ উৎপাদন করে কৃষক পর্যায়ে বিপণন করতে পারবে।

৩) স্থানীয় হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের নিমিত্তে ব্র্যাক সঠিক পরিমাণ প্যারেন্ট লাইন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানী করতে পারবে।

৪) জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনার সকল তথ্য ব্র্যাক কারিগরি কমিটির নিকট ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে।

২ (ঙ) কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিআরআরআই কর্তৃক প্রস্তাবিত বি আর -৫৩৩১-৯৩-২৮-৩ (ব্রিধান-৪০) ও বি আর-৫৮২৮-১১-১-৪ (ব্রি ধান-৪১) এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় ২টি কৌলিক সারিকেই পরবর্তী এক বৎসরের জন্য অবমুক্ত করা হয় এবং বিআরআরআই ও ডিএই এর যৌথ উদ্যোগে লবণাক্ত এলাকায় পুনরায় এক বৎসরের ট্রায়ালের পর ফলাফল কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কারিগরি কমিটির ৩৬তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো এবং বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ মতামত পেশ করা হয়।

২ (গ) এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মতামত ঃ

হাইব্রিড ধানের বীজ আমদানীকারক/উদ্ভাবনকারীর প্রস্তাবিত অনষ্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়ালের স্থানসমূহ মৌসুম ভিত্তিক কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বেই বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কারিগরি কমিটির সকল সদস্যকে অবহিত করবে যাতে কোন সময় যে কোন সদস্য উক্ত ট্রায়াল স্থান পরিদর্শন করতে পারেন।

২ (ঘ) এর সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মতামত ঃ

(১) জিবি-৪ হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন পরিকল্পনার সকল তথ্য ব্র্যাক কর্তৃক কারিগরি কমিটির নিকট ও বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত থাকলেও অদ্যাবধি কারিগরি কমিটি ও বীজ উইং এ ব্যাপারে উৎপাদন পরিকল্পনার কোন তথ্য উপস্থিত বীজ উইং ও এসসিএ এর প্রতিনিধি পাননি বলে সভায় অবহিত করেন।

(২) জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় বিগত ১৯৯৮-৯৯ মৌসুমে ধানের মূল্যায়নকৃত ৫টি হাইব্রিড জাত যথা- আলোক-৬১১১, আলোক-৬২০৭, লোকনাথ-৫০৫, এফ, এল, এম-২ ও এইচ আই এস এস সি-৫। সংশ্লিষ্ট বীজ কোম্পানী কর্তৃক পুনরায় আগামী বোরো/২০০০-২০০১ মৌসুমে ট্রায়াল কার্যক্রম শুরুকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা অতিসত্ত্বর প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ বিএডব্লিউ-৯২৩ (বারি গম-২১) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত বারি গম-২১ জাতটির বিভিন্ন তথ্য নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত জাতটি রোগ প্রতিরোধক ও আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য একটি উপযুক্ত জাত হিসেবে সংশ্লিষ্ট ব্রিডার ও পরিচালক গম গবেষণা কেন্দ্র সভায় উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় উক্ত জাতটির বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, দেরিতে বপনে ভাল ফলন, রোগ প্রতিরোধক ও তাপ সহনশীলতার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য আবেদন পত্রে সন্নিবেশ করা হয়নি। এ ছাড়াও ডিইউএস টেষ্টের ফলাফলে দেখা যায় প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত (বিএ ডব্লিউ-৮৯৭) থেকে কোন ডিস্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়নি। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ-৯২৩ এর পূর্ণাংগ তথ্য যেমন- দেরিতে বপন, তাপ সহনশীল ও ডিষ্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি তথ্যসহ পরবর্তীতে কারিগরি কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বিএডব্লিউ-৯৩৬ (বারি গম-২২) এর অনুমোদন।

গমের প্রস্তাবিত জাতটি গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। আন্তর্জাতিক ভূট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT), মেক্সিকো হতে বাছাইকরণের মাধ্যমে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। গম গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনামতে ৫/৬ টি কুশি বিশিষ্ট জাতটির উচ্চতা ৯৫-১০০ সেঃমিঃ। পাতার রং হালকা সবুজ। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে যা কাঞ্চনের সমকক্ষ। প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪০-৪৫টি। পরিপক্ক দানার রং সাদা (এ্যামবার)। ১০০০টি পুষ্ট দানার ওজন ৪৬-৪৮ গ্রাম। জাতটি পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জাতটি তাপ সহনশীল ও চিটা প্রতিরোধী। দানায় আমিষের ভাগ ১২-১২.৫%। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টর প্রতি ফলন ৩৬০০-৪৮ কেজি। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য এ জাতটি উপযুক্ত (উপরোক্ত তথ্যাদি গম গবেষণা কেন্দ্রের আবেদন পত্রে উল্লেখ রয়েছে, দেখা যেতে পারে)।

প্রস্তাবিত জাতটি দেশের ৫টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর, কুমিল্লা ও রংপুর) ৮টি স্থানে (গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, কুমিল্লা, মাগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর) মাঠ মূল্যায়ন করা হয়েছে। ৮টি স্থানের মধ্যে প্রস্তাবিত জাতটি ৫টি স্থানে (কিশোরগঞ্জ, জামালপুর সদর, মেলান্দহ, রংপুর ও দিনাজপুর) জীবন কাল চেক জাতের (কাঞ্চন/প্রতিভা) সমান, ২টি স্থানে (গাজীপুর, মাগুড়া) ২-৩ দিন বেশী এবং ১টি স্থানে (কুমিল্লা) ২-৩ দিন কম পাওয়া গিয়েছে। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন চেক জাতের তুলনায় ৭টি স্থানে (গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, মেলান্দহ, মাগুড়া, কুমিল্লা, রংপুর ও দিনাজপুর) বেশী এবং ১টি স্থানে (জামালপুর সদর) কম পাওয়া গিয়েছে। ৪টি স্থান (গাজীপুর, মাগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর) থেকে ছাড়করণের পক্ষে, ১টি স্থান (কুমিল্লা) থেকে বিপক্ষে ও অবশিষ্ট ৩টি স্থান (কিশোরগঞ্জ, মেলান্দহ ও জামালপুর সদর) থেকে পুনরায় ট্রায়ালের সুপারিশ করেছেন। প্রস্তাবিত জাতটির ১৯৯৮-৯৯ ও ১৯৯৯-২০০০ উৎপাদন মৌসুমে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে ডিইউএস টেষ্টের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। উক্ত ডিইউএস টেষ্টে প্রস্তাবিত জাতটি চেক জাত

(বিএডব্লিউ-৮৯৭ ও বিএডব্লিউ-৮৯৮) থেকে ডিষ্টিংটিভ বৈশিষ্ট্য পাওয়া গিয়েছে (কপি সংযুক্ত)। জাতটির বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ও তাপ সহনশীল এবং আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযুক্ত ও ফলন আশানুরূপ বিবেচনা করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ প্রস্তাবিত বিএডব্লিউ-৯৩৬ কৌলিক সারিটিকে "বারি গম-২১" নামে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতীয় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।

ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নে কি পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে সে সম্বন্ধে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের জন্য পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী কর্তৃক মহাপরিচালক (বীজ), বীজ উইং এর নিকট একটি পত্র দেয়া হয়। গত ইং ২৬/১২/৯৯ তারিখ মহাপরিচালক (বীজ), বীজ উইং এর সভাপতিত্বে এ সম্পর্কিত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডিএই, বিএডিসি ও এসসিও এর প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। মৌল ও ভিত্তি বীজ বিশেষ করে ধান, গম ও পাট বীজের প্রত্যয়নের বেলায় এসসিএ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে ও কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে সে বিষয়ে ইং ১৮/২/৯৮ তারিখে মহাপরিচালক (বীজ), কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভার ফলোআপ অনুসারে ইং ৯/৩/৯৮ তারিখে এস সি এ এর সম্মেলন কক্ষে আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ধান, গম ও পাট বীজের মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত একটি অনুমোদিত পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী সংস্থায় প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল এবং সে সাথে প্রেরিত পদ্ধতির ওপর মতামত বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণের বিষয়টিও উল্লেখ ছিল। মহাপরিচালক (বীজ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা কালে কোন সংস্থা থেকে মতামত পাওয়া যায়নি বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। তখন সভায় উপস্থিত বিএডিসি'র প্রতিনিধি সভাকে জানান যে, ইতোমধ্যে বিএডিসি থেকে মতামত সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং প্রেরিত প্রস্তাবের একটি কপি সভায় পেশ করেন। উক্ত প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কোন সংস্থা থেকে সভার পূর্বে কোন মতামত না পাওয়া যাওয়ায় ইং ৯/৩/৯৮ তারিখের সভায় মৌল ও ভিত্তি বীজের প্রত্যয়ন সংক্রান্ত অনুমোদিত পদ্ধতিটি সাময়িক ভাবে চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তা অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪৩তম সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভায় মৌল ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়ন পদ্ধতিটি আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কারিগরি কমিটির মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্রিডার ও ভিত্তি বীজ প্রত্যয়নের জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের নিকট মতামতের জন্য এসসিএ অতিশীঘ্র প্রেরণ করবে এবং পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় প্রাপ্ত মতামতসহ পদ্ধতিটি উপস্থাপন করবে।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ আমন ১৯৯৯-২০০০ মৌসুমে মূল্যায়নকৃত ধানের হাইব্রিড জাতের অনুমোদন।

বিগত ১৯৯৯-২০০০ আমন মৌসুমে ২টি বীজ আমদানীকারক যথা-আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ ও মল্লিকা সীড কোম্পানী কর্তৃক আমদানীকৃত ৬টি হাইব্রিড ধানের অনষ্টেশন ও অনফার্ম ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, আমন/১৯৯৯-২০০০ মৌসুম থেকেই হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক এসসিএ কর্তৃক কোড নম্বর প্রচলন করা হয়। জাত ৬টির মধ্যে এক্স ওয়াই-৯৬৩ (কোড নং-০০১), আই এ এইচ এস-১০০-০০১ (কোড নং-০০২) , আই এ এইচ এস-২০০-০০৩ (কোড নং-০০৫) ও এস ওয়াই-১০
(কোড নং-০০৬) আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ এর এবং এফ এল এম-২ (সোনার বাংলা-২ কোড নং-০০৩) ও আর এফ-১ (সোনার বাংলা-৩, কোড নং- ০০৪) মল্লিকা সীড কোম্পানীর।

উল্লেখ্য যে, অনিবার্য কারণবশতঃ আলোচ্য সূচী-৬ অদ্যকার সভার আলোচনা করা সম্ভব হয়নি তবে এবিষয়ে যথাশিঘ্র সম্ভব পরবর্তীতে একটি সভা আহক্ষান করা হবে।

বিবিধ-১ ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন।

বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে সভায় সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে আগামী কারিগরি কমিটির সভায় ৬ (ছয়)টি বিভাগীয় পর্যায়ে সেমিনার অনুষ্ঠানের বিস্তারিত কার্যপত্র (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) এসসিএ উপস্থাপন করবে।

বিবিধ-২ ঃ কারিগরি কমিটির সভা আহ্বান ঃ

কারিগরি কমিটির সভা আহক্ষানের বিষয়ে সদস্যগণের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির সভা বছরে কম পক্ষে ৪ (চার) বার (তিন মাস অন্তর) এবং প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহ্বান করা যেতে পারে।

উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত করা হয়।

স্বাক্ষর/-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী সভাপতি
বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা- ১২১৫।

৪/৭/২০০০ খ্রি. তারিখ অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৭তম সভার উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১।	ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী	সদস্য পরিচালক (শস্য) বিএআরসি, ঢাকা
২।	ডঃ এস বি ছিদ্দিকী	পরিচালক, (কৃষি), বিজেআরআই
৩।	ডঃ এম এম ছালাম	সিএসও (কৃষিতত্ত্ব), বিনা
৪।	ডঃ এ বি সাখোয়াত হোসেন	পরিচালক, গম গবেষণা কেন্দ্র
৫।	ডঃ এম এ বাসার উদ্দিন	পরিচালক, বিএআরআই, গাজীপুর
৬।	মোঃ আঃ ওয়াদুদ ভূইয়া	অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই
৭।	আব্দুর রহিম হাওলাদার	মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
৮।	আনোয়ারুল হক	এসএসবি
৯।	এফ আর মালিক	স্ব-ত্ত্বাধিকারী, মল্লিকা সীড কোং
১০।	এস এম মনওয়ারুল ইসলাম	প্রিজুট ম্যানেজার, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ
১১।	মোঃ শাহ আলী হুমায়ুন	জেনারেল ম্যানেজার, আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ
১২।	মোঃ আঃ ছালাম	মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিআরআরআই
১৩।	জি এম মঈনুদ্দিন	মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি
১৪।	মোঃ গাজীউল হক	ব্যবস্থাপক (খামার), বিএডিসি
১৫।	মোঃ রেজাউল করিম	প্রধান বীজতত্ত্ববীদ, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৬।	ডঃ মোঃ আঃ খালেক মিয়া	প্রফেসর, বশেমুরকৃবি, কৃষি